দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা

স্কুলের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দেশে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। এখন ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের বই কেনার টাকা দেয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবতও অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। তবে বৃত্তির প্রশ্নে কিছুটা শর্ত আছে। শর্ত হচ্ছে ছাত্রীকে অবিবাহিত হতে হবে। শতকরা ৭৫ দিন ক্লাস করতে হবে। পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ নম্বর পেতে হবে। এ ধরনের শর্তের তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু অসুবিধা দেখা দিয়েছে এই উপবৃত্তির টাকা বন্টন নিয়ে। এই উপবৃত্তি বন্টন করা হয় ব্যাংকের মাধ্যমে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট নিয়ে ছাত্রীদের ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হয়। এই ব্যাংক থেকে টাকা তোলা সকল এলাকায় সহজ হচ্ছে না।

উপবৃত্তির টাকা বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকেই এই উপবৃত্তির টাকা বন্টন করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে ব্যাংক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। আজকাল থানা সদরে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা আছে। তবে সব থানা সদরে সব ব্যাংকের শাখা নেই। হয়ত কোন থানায় সোনালী ব্যাংকের শাখা আছে। অগ্রণী ব্যাংকের শাখা নেই। দেখা গেল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে কোন খোঁজ খবর না নিয়ে ঐ এলাকায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি বন্টনের দায়িত্ব অগ্রণী ব্যাংককেই দিয়েছেন। অথচ অগ্রণী ব্যাংকের শাখা আছে একমাত্র জেলা সদরে।

এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে উভয়পক্ষই বিপদে পড়েছেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে উপবৃত্তির টাকা নিয়ে থানা সদরে যেতে হচ্ছে। আবার ছাত্রীদেরও ঐ নির্দিষ্ট তারিখে অভিভাবককে নিয়ে থানা সদরে হাজির থাকতে হচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি বা হরতাল হলে সবকিছুই ভন্ডুল হয়ে যাচ্ছে। অনেক এলাকায়ই ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা তুলতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। আর ব্যাংক কর্তৃপক্ষেরও অযথা বাড়তি টাকা খরচ করে থানা-সদরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। অথচ যে সকল ব্যাংকের ঐ নির্দিষ্ট থানা সদরে শাখা আছে সে সকল ব্যাংককে এই টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলে ছাত্রীদের এত ঝামেলা পোহাতে হত না। ব্যাংককেরও বাড়তি টাকা খরচ হত না।